2 ৩ DEC 1991

তারিখ 25 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

77

দৈনিক ইত্তেফাক

আইন-আদালত

পরীক্ষার ফল বাতিলের আদেশ বৈধ ঘোষণা

(সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার)

পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে কাজী সাজিউল নাছির ও কাজী নাফিউল মজিদের যথাক্রমে এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সি, পরীক্ষার ফল বাতিল ও ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে এস, এস, সি এবং এইচ, এস, সি পরীক্ষায় তাহাদের অংশ গ্রহণে বিরত রাখা সংক্রান্ত যশোর বোর্ডের আদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বৈধ বলিয়া রায় দিয়াছেন।

কাজী সাফিউল নাছির যশোর বোর্ডের ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ফল

(৩য় পৃঃ পর)

অধিকার করে। অপর দিকে তার ভাই কাজী নাফিউল মজিদ যশোর বোর্ডের ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত এইচ,এস,সি পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করে।

যশোর শিক্ষা বোর্ড কাজী সাফিউল নাসিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, সে তাহার পিতা বাবুগঞ্জ উপজেলার তৎকালীন নির্বাহী অফিসারের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি করিবার পুর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক বাবুগঞ্জে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করিবার জন্য আবেদন করে। সে ইংরেজী ও বাংলার উভয়পত্র, ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও বিজ্ঞান দ্বিতীয়পত্র তাহার পিতা কর্তৃক অবৈধভাবে সংগৃহীত সাদা উত্তর পত্রে পরীক্ষা কেন্দ্রে না বসিয়া বাহিরে অথবা বাসায় বসিয়া লিখিয়াছে। ইহা-ছাড়াও তাহার বিরুদ্ধে পরীক্ষায় দুর্নীতি সংক্রান্ত আরো চারটি অভিযোগ আনা হয়। অপরদিকে যশোর বোর্ড তাহার ভাই নাফিউল মজিদের বিরুদ্ধে এইমর্মে অভিযোগ করে, সে তাহার পিতা বাবুগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী অফিসার হিসাবে তাহার প্রতাপের মাধ্যমে, পুরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি করিবার পুর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক- তথ্য গোপন করিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনের আবেদন করে। সে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের উদ্দেশ্যে সুস্থ থাকা সত্বেও সিকবেডে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা দেয় এবং ব্যাপক নকল করে। ইহাছাড়াও তাহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বন সংক্রান্ত আরো দুইটি অভিযোগ আনা হয়। অবশ্য তাহাদের প্রদত্ত জবাবে উথ্যাপিত সকল অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। অত:পর যশোর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কাজী সাফিউল নাছির ও কাজী নাফিউল মজিদের যথাক্রমে এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি পরীক্ষার ফল বাতিল করেন। ইহাছাড়াও তিনি প্রদত্ত আদেশে ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে এস, এস, সি পরীক্ষায় কাজী সাফিউল নাছিরকে এবং ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় কাজী নাফিউল মজিদের অংশগ্রহণ হইতে বিরত রাখেন। অতঃপর তাহারা দুই ভাই উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দুইটি রীট পিটিশন পেশ করে। উভয় পক্ষের শুনানির পর বিচারপতি মোঃ আবদুল জলিল ও বিচারপতি মোঃ বদরুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ গত বুধবার উপরোক্ত রায় প্রদান করেন।

খোন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহম্মদ আবেদনকারীদ্বয়ের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। তাঁহাকে সহায়তা করেন মাহবুবে আলম ও এ, এম, আমিন উদ্দিন। মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান যশোর বোর্ডের পক্ষে মামলা পরিচলনা করেন। তাঁহাকে সহায়তা করেন এস, এ, এম, মাহবুব এলাহী।